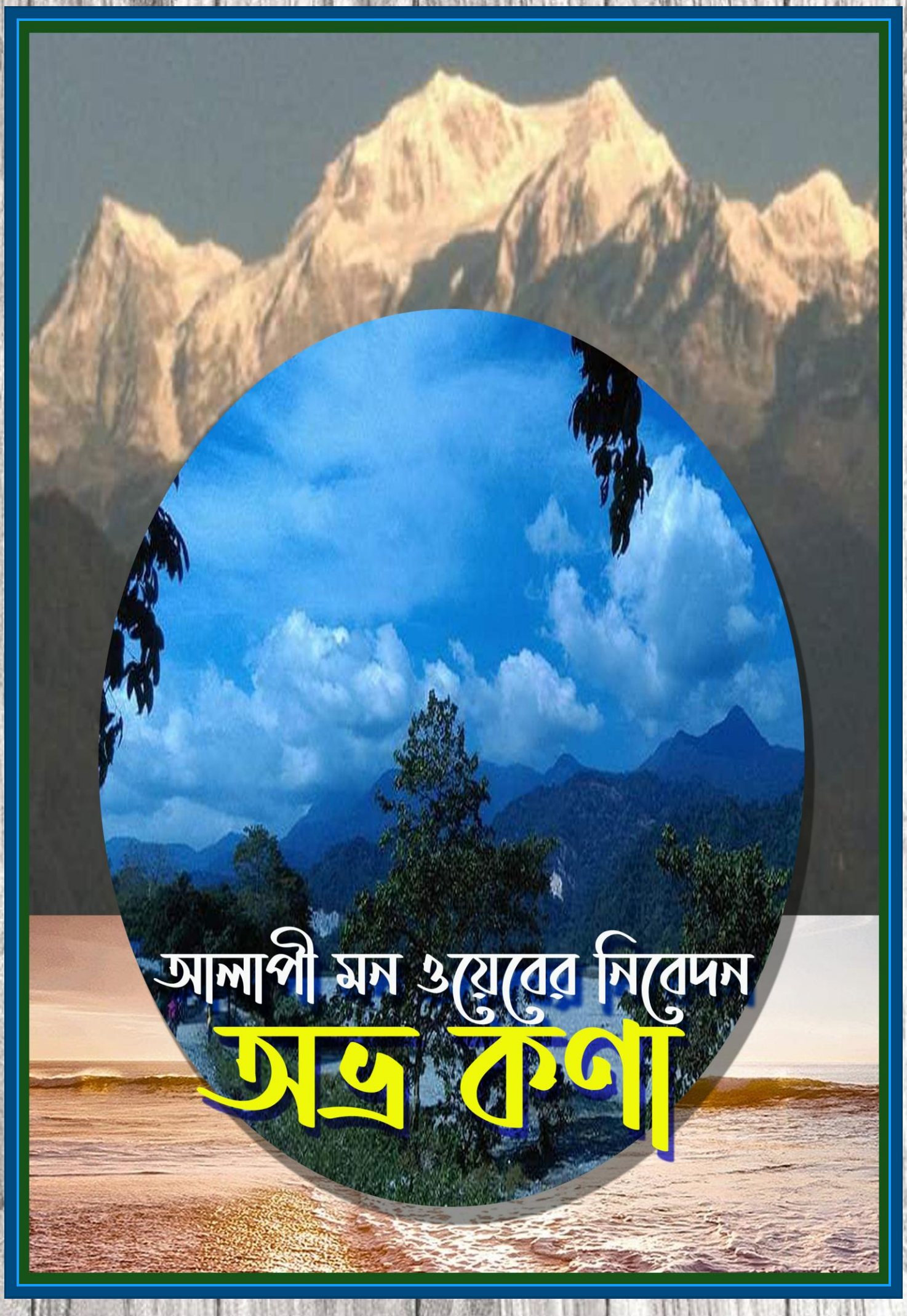
আলাপী মন ওয়েবের নিবেদন
সত্র কণা

আলাপী মন ওয়েবের নিবেদনে

কবিতা সংকলন

অভ্র কণা

সম্পাদকঃ- রীণা চ্যাটার্জী ও অমল দাস

প্রকাশঃ- সেপ্টেম্বর, ২০২০

পি.ডি.এফ স্বত্বঃ- আলাপী মন ওয়েব

প্রচ্ছদঃ- অমল দাস

প্রকাশক

আলাপী মন- সাহিত্যের আঙিনায়

(www.alapimon.com)

ঠিকানাঃ- সল্টলেক সেক্টর-১ , কলকাতা- ৭০০০৬৪

যোগাযোগ

মেইলঃ- alapimon@gmail.com

হোয়াটস অ্যাপঃ- 8910116253

অবতরণিকা

সুধী,

জলরাশি কণা সমগ্রের সমষ্টি। নানা রূপে, নানা বর্ণে, অবশ্যই নানান শব্দে- জানার মধ্যে যতটুকু, জানার বাইরে অনেক বেশি। জানা-অজানার মধ্যেই চলতে থাকে শব্দকেলি। অবয়ব নেয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিঠি আরো কতো কিছুর। খানিক মনের কথা, খানিক পাঁচমিশালী। নানান রূপে তার নানান বাহার- চোখের জল, মুখের হাসি, মনের ব্যথা, গোপন কথা সবকিছুই শব্দের বিন্যাসে। কবিতা জন্ম নেওয়ার বিরল ক্ষণে লিপিবদ্ধ হলো 'অভ্র কণা'।

আলাপী মন ওয়েব ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় (কবিতা) পিডিএফ সঙ্কলন- অভ্র কণা। সাহিত্যিক বন্ধুদের ভালোবাসায়, সমাদরে পরিপূর্ণ শব্দের অনন্য রূপ। শব্দ রূপের কণা অভ্রর মতো ছড়িয়ে যাক চরাচরে-সবার মনে। সকলের কলমের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ও শুভেচ্ছায় এই পথচলা হোক অন্তহীন।

ধন্যবাদান্তে,
আলাপী মন

সূচীপত্র

স্মৃতিগুঞ্জন	বিকাশ আদক	১
দায়বদ্ধতা	সঞ্জয় দাশগুপ্ত	২
বুকে ভরা থাক শ্রাবণ আশ্বাস...	পারমিতা ভট্টাচার্য	৩
মুরাও বাইচতে চাই	সৃজিতা ধর	৪
কবে মুক্তি পাবে	মানিক দাক্ষিত	৫
জীব-জড়	দুর্গা শঙ্কর দাস	৬
সুযোগ	সঞ্জিত মণ্ডল	৭
বৈষম্য	অমিত কুমার জানা	৮
গল্প বাসা	উজ্জ্বল দাস	৯
খোলা আকাশ দিলাম	তমালী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
নাইবা এলি ফিরে...	শিলাবৃষ্টি	১১
অপেক্ষার শেষ	সীমা চক্রবর্তী	১২
শুভ শারদীয়া	পায়েল সাহু	১৩
শারদ প্রাতে	রাখী চক্রবর্তী	১৪
দিন বদলের দুগ্গা	কাজল দাস	১৫
আজও অনুপমা	অমিতাভ সরকার	১৬
চন্দ্রমল্লিকা	অঞ্জনা গোড়িয়া	১৭
ইচ্ছে ছিল	মৌমিতা কারক	১৮
ছবি	জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য ত্রিবেদী	১৯
জ্যামিতিক	অমল দাস	২০
ছিন্নমূল	রীণা চ্যাটার্জী	২১

স্মৃতিগুঞ্জন

- বিকাশ আদক

আলোটা নিভিয়ে দাও-
একরাশ অন্ধকার নামুক জমাট বুকের 'পর;

দিকভ্রষ্ট হোক নাও,
জোনাকিরা স্মৃতিসরণীতে-, বৃষ্টি অতঃপর।

স্বপ্নগুলো বদলেছে হাজার,
আজও হিজিবিজি, কাটাকুটি খেলাঘরে সারাক্ষণ

ভেঙেছে তবু গড়ার--
প্রাণপণ জঠরে আগুন জ্বেলে তন্দ্রাহারা জীবন।

শত কোলাহলের ভেতর
একা বারান্দায় পূর্ণিমা চুমে ক্লান্তিছায়া মুখে,

পাঁজর ভেঙেছে নিরুত্তর--
ঝরে ফুল অনুষ্টুপে পরতে পরতে রোদন সুখে।

ঘটেছে বিপ্লব, কত অন্তর--
শিশিরের শব্দে কতকাল কত মুখ মহামিছিল;

অষ্টাদশী, আজ বাহাত্তর,
বুকের 'পর শান্তি খুঁজে ফেরে জন্মান্তর শঙ্খচিল।

www.alapimon.com

দায়বদ্ধতা

- সঞ্জয় দাশগুপ্ত

মনে করে নাও এই রাত অতি দীর্ঘ
ঝড় ঝঞ্ঝায় দীর্ন, বিপদময়,
দূর্যোগ শেষে আসবে নতুন দিন
সভ্যতা পাবে সংযমী বরাভয়।

এখন নিজেকে অর্গলে বেঁধে ফেলো
অজানা শত্রু পাবেনা তোমার খোঁজ,
নিজেকে বোঝাও, এই রাত্রির শেষে
নিরাপদ হবে আগামী প্রতিটি রোজ।

তুমি আমি আর পূর্বসুরীরা যত
বেহিসেবী বাঁচা নিয়েই ছিলাম বুঁদ,
নজরে রাখিনি অলক্ষ্যে আমাদের
বিপদ আসছে অযুত ও অর্বুদ।

আজ তো সেসব প্লাবনের ঢেউ হয়ে
আছড়ে পড়ছে আমাদের দরজায়,
মূল্য যেটুকু তা তো চোকাতেই হবে
মেটাতেই হবে যতখানি আছে দায়।

www.alapimon.com

বুকে ভরা থাক শ্রাবণ আশ্বাস.....

- পারমিতা ভট্টাচার্য

রাতের পাখির ঠোঁটে বড় মায়া লেগে থাকে
জোনাকির আলো জুড়ে অভিসার সুখ

দিনের আলোয় কি তাই বলে দেখবনা ছুঁয়ে?
জাফরী চোয়ানো আলোয় প্রিয় কবির মুখ.....

ঝর্নার পরনে ছিল অরণ্যজামদানি-
পাহাড় ডুবে ছিল শ্বেত গরিমা আশ্লেষে

রাতের পরীরা যদি মায়া কাজল চোখে আঁকে!
দিনের মানবীকে কী দেখবেনা ভালোবেসে?

অপলক নয়নসুখে ঋদ্ধ ম্রিয়মাণ বাতিঘর
মাস্তুল ছুঁয়ে দেখি বিধ্বস্ত মৌন শ্বাস

আসন্ন বরখায় পেতে রাখি দীঘল কালো আঁখি
মেঘবালিকার বুকে মাথা রেখে শোনো শ্রাবণ আশ্বাস.....

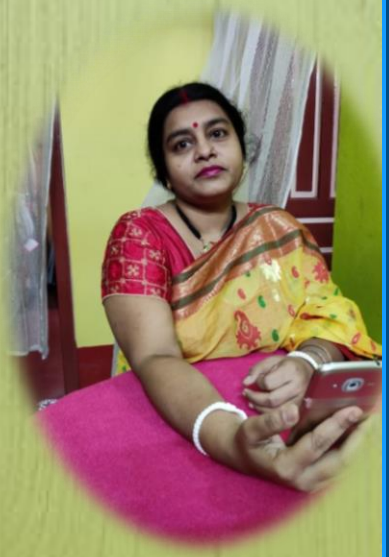

নদী আজও খোঁজে তার জন্মদাগ রেখা
ভালোবেসে দেখো,ছায়াপথে হবেই হবে দেখা...

www.alapimon.com

মুরাও বাইচতে চাই

- সৃজিতা ধর

মু তুদের পাড়ার মেয়ে বিন্দি
যাকে ইস্কুলের গন্ডিটুকুন পাইর করানো
তুদিগের সোমাজে মানায় লা।

মুর মতো বিন্দিদের 'বিটিছিলা' নাম দিয়া
ঘরের মইধ্যে আইটকে রাক্ষা হয়।

আসলে তুরা মুর মত বিন্দিদের ভয় পাস
তুরাও জানিস ইরকম বিটিছিলারা শুধু
'ছিলা' হওয়ারও ক্ষ্যামতা রাক্ষে।

মুরাও চাইলে লাঙ্গল ধইরতে পারি, অফিস যাইতে পারি।
তুরা ভয় পাস ইগুলাকে...তুদের ক্ষ্যামতা কমার ভয় পাস তুরা...

যিদিন আর সইতে পারবক লাই, উদিন তুরা 'তান্ডব' দিখবি,
দিখবি কিভাবে তুদের দেওয়া গন্ডি মুরা পাইর কইরতে পারি।

ইকদিন মুর মত বিন্দিরা সাধীন্ হইবে
গুটা সোমাজ বুইঝবে যে
মুর মত বিটিছিলাদের মইধ্যেও একটা কইরা 'ছিলা' থাকে,

যারা ভালোবাসতেও পারে আবার 'অধিকার ছিনায় লিতেও পারে'।

www.alapimon.com

কবে মুক্তি পাবে

- মানিক দাক্ষিত

দুঃখ নিজেই নিজের খেয়াল রাখে
কেউ কি পারে নিতে এতটুকু ভাগ?
কষ্টের পাহাড় বুকেই জমে থাকে
দেহ থেকে উবে যায় যত ঘৃণা রাগ।

হাজার প্রশ্নের ভিড়বেঁচে কি আছি--?
বেঁচে থাকার মানেবা দাম-তার কি--,
যন্ত্রণা অশেষ, শুধু খেলা কাণামাছি
সাধুবেশে তস্কর, মূর্খের পণ্ডিতধাম।

চারদিকে দম্ভ, ক্ষমতার পতাকা ওড়ে,
ন্যায়নীতি প্রেমপ্রীতি থরহরি কম্প,
আগামী বার্তায় অতৃপ্ত বাসনা মরে
চোখে ভাসে গৃধ্নুদের লম্ফ আর ঝম্প।

লোভের সীমানা অসীম মাত্রাছাড়া--
মগজে ভরা হিংস্র পাশবিক চিন্তা,
ঠুলিচোখে নির্লজ্জ প্রবৃত্তির মাথাচাড়া
না জেনেও আবিশ্বে ওরাই সবজান্তা।

দমবন্ধ পরিবেশ। শুধু সন্ত্রস্ত ভয়--
জানি না এর শেষ হবে কিভাবে,
সুখের উল্লাসে ভয় করে জয়
শান্তি, আনন্দেরা মুক্তি পাবে কবে!

www.alapimon.com

জীব-জড়

- দুর্গা শঙ্কর দাস

বাসকক্ষের নির্ভরযোগ্য নির্জনতা হাতে
পৃথকীকরণ নিজেই সাহচর্য্য
নিয়ে আসে সন্ধ্যের অবিচল প্রশান্তি,
অবশ্য পূর্বের সবকিছুই যেমন ছিল তেমনি
ফিরে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি
এঁকেবেঁকে চলে বিস্ময়হীন পথে,
প্রতিদিন অভিবাদন করে ঐদিকে
যতক্ষণ না স্থির হয়ে ঘুমিয়ে যাই রাতে
এসব কাটিয়ে সভ্যতা জয়ী হবে একদিন,
সরে যাবে এমন জীব - জড় নির্ভরতা।

www.alapimon.com

সুযোগ

- সঞ্জিত মণ্ডল

যদিও সময়, একইভাবে, সততই বয়ে যায়-
মোহনার কাছে এসে নদী যদি গতিপথ বদলায়,
পৃথিবীর কতো মানুষের যত হাহাকার মিশে যায়,
কে যে আগে এসে বসে থাকে শেষে কোন সে প্রতীক্ষায়!

বন্ধু তুমি তো জানি কতোদিন সতর্ক রাত জাগো-
বিপদ শঙ্কা সংকেত শুনে কি করে যে চুপ থাকো!
মানুষই তো পারে ফেরাতে তাদের হারানো পুরানো দিন-
হারিয়ে গিয়েও ফিরেছে মানুষ জেনে রেখো কতোদিন।

ভোর হলে দেখো পাখি কতো জেগে ওঠে -
পুবের আকাশ লালে লাল হয়ে যায়,
তবে যদি দেখো তখনই বৃষ্টি নামে,
ছাতাটা বাড়িয়ে দিও গো তার মাথায়।

কচিকাঁচা জাগে পাখি জাগবার আগে-
ভোরের আবেশে কতো আধো কথা বলে,
সময় তখন খেলছে আপন তালে,
নদী ও সময় একই খাতে বয়ে যায়।

হাত ছেড়নাকো বন্ধু যে অসময়-
আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখো,
তারার মিছিলে পথ কি পিছল হয়-
সুযোগ এসেছে সাম্যের বাণী ছড়াও বিশ্বময়।

www.alapimon.com

বৈষম্য

- অমিত কুমার জানা

আধুনিকতায় মোড়া সভ্য সমাজে
আজও বৈষম্যের আগুন জ্বলে,
শ্রেষ্ঠত্বের তকমা বিশিষ্ট মানবসত্তা
আজও পশুত্বের আগে চলে।

নীচুর তলার ছাদহীন সংগ্রামী যত
এগোতে চায় নিরস্ত্র হাতে,
কোথাও পরম্পরা মাথা উঁচু করে
ওরা যুঝে বৈষম্যের সাথে।

উঁচু বর্ণের নিষ্ঠুর প্রসারিত হাত
কেড়ে নেয় নীচুদের কত অধিকার,
অসাবধানে বৈষম্যের ছোঁয়া লাগলে
উঁচুদের নাকি 'ধর্মের বিকার'।

আজও দেখি উন্নত দেশে দেশে
কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের দুরাচার,
এক্ষেত্রে আইন কেন পঙ্গু থাকে?
কে শোনে কৃষ্ণাঙ্গের বুকের হাহাকার?

এসো ভেঙে ফেলি এই বর্ণবিদ্বেষী দেওয়াল
একতার সুরে সবারে করি আহ্বান,
জানি 'সবার উপরে মানুষ সত্য'
তাই গেয়ে যাই মানবতার জয়গান।

www.alapimon.com

গল্প বাসা

- উজ্জ্বল দাস

শোন না!
তুই আমার গল্পের নায়িকা হবি?

নিজের মত দু' হাত দিয়ে আঁচলা ভরে সাজিয়ে দেবো!
নয়ন তারায় আলতো করে কাজল কালো লাগিয়ে দেবো!
ঠোঁটের রঙে রং মিলিয়ে প্রজাপতি আনবো ডেকে-
ঝাড়বাতিকে গন্ধ দিবি চোখের জলে আতর মেখে।

শোন না,
তুই আমার গল্পের নায়িকা হবি?
আমার গল্পে দুঃখ থাকবে, দম বন্ধ কষ্ট থাকবে-
ভালোবাসার মাদক থাকবে,
মন কেমন এক বাঁধবে বাসা,
ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্ন থাকবে-

সেই স্বপ্নের ডালপালারা ঠিক যখনই ছায়া দেবে,
আমরা তখন ছায়ার কায়ায় চুপটি করে ঘর বাঁধবো।
ছায়ার থেকে জল নিয়ে রোজ,
ফোরণ দিয়ে ডাল রাঁধবো।

ভোরের পরে গড়িয়ে সকাল একটা সময় দুপুর হবে।
মন কেমন এক নেশার মতন, ছায়াও তখন ছোট্ট হবে।
তখন কি তুই মনের মত অন্য ছায়া খুঁজে নিবি?
বল না! তুই, আমার গল্পের নায়িকা হবি?

www.alapimon.com

খোলা আকাশ দিলাম

- তমালী বন্দ্যোপাধ্যায়

ও মেয়ে, তোকে দিলাম একটা সাদা কাগজ।
সেই কাগজে রঙ তুলিতে
আঁকিস নিজের জীবন।

জলছবিতে সাজিয়ে নিবি,
রাঙিয়ে নিবি নিজেকে তুই
আপন মনের মত।

ও মেয়ে তুই, মেঘ ছুঁয়ে থাক।
বৃষ্টি ভিজিস ইচ্ছেমতো।
কিন্তু দেখিস, তোর চোখেতে
নামাস না ওই জলের ধারা।
ও মেয়ে তুই, হারিয়ে যাস দূর পাহাড়ে।
রঙধনুতে হাত ছুঁয়ে দিস।
ঝর্ণা জলে ঝিলমিলি হোস।
পাখীর ডানায় স্বপ্ন আঁকিস।

ও মেয়ে, তোকে দিলাম
মস্ত একটা খোলা আকাশ।
হাওয়ায় ভাসাস স্বপ্নডানা,
স্বাধীন মনের ওই আকাশে।
ও মেয়ে তুই স্বাধীন থাকিস,
ইচ্ছেমতন ইচ্ছেডানার জোরে।

www.alapimon.com

নাইবা এলি ফিরে…

- শিলাবৃষ্টি

নাইবা আর এলি পাশে
নাইবা ধরলি হাত
নাইবা আমার বন্ধু হলি
নাইবা দিলি সাথ।

নাইবা আমায় নিয়ে গেলি
তেপান্তরের দেশে
পক্ষিরাজের ঘোড়ায় করে
রাজকুমারের বেশে!

নাইবা হল আবার দেখা
নাইবা হল কথা,
নাইবা বুঝলি অনুভবে
আমার কষ্ট ব্যথা…

নাইবা আনলি আমার জন্য
রক্ত আভা পলাশ,
নাইবা চেনা পথের বাঁকে
সকাল বিকেল যাস।

নাইবা হলাম আমরা দুজন
আবার নিরুদ্দেশ,
নাইবা আমায় করলি আপন
এই তো আছি বেশ।

www.alapimon.com

অপেক্ষার শেষ

- সীমা চক্রবর্তী

কবে যেন হারিয়ে ফেলেছি
আদুরী রাতের ঠিকানা,
রাত তাই হয়ে গেছে পরিযায়ী...

আসেনা আমার ঘরে আর
তবু তাকে ভিতরে বাইরে ডেকে যাই ...
চাঁদের বাঁকা হাসি উপহাসে জেগে থাকে...

মুছে যেতে যেতে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে তারপর,
রাত....পাখি আর ফুলেরাও অপলক-
হাওয়া ওঠে মরমর।
তবু তো ওরা সুখি...
ভোরের আলোয় মেলবে পাপড়ি,
ওরা সূর্যের মুখাপেক্ষী ...

আমার রাতের আকাশে কালপুরুষ গোপনে হাসে...
আর, প্রতিদিন একটা তারা সংযোগ করে..
সকালে খসে পড়ে অবহেলার গভীর অবসাদে....
ভাঙা টুকরোরা নিঃশব্দে মিলিত হয় ছাদে।

আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি...
দুচোখের দেওয়ালে আটপৌরে গল্প খুদে দেই,
অফুরান সময়ের ব্যবধানে...
আমার জীবনে অপেক্ষা বলে কিছু নেই....

www.alapimon.com

শুভ শারদীয়া

- পায়েল সাহু

নতুন আলোয় সেজেছে ওই নীলাম্বরী আকাশ
পেঁজা তুলোর মেঘ গয়নায় অপরূপ তার আভাস,
বাতাসে আজ মন ভরানো শিউলি ছোঁয়া ঘ্রাণ,
গাইবে বলে দিচ্ছে জানান আগমনীর গান।
আলোয় আলোয় উজ্জ্বল দেখো গাছের পাতা ওই
নদীর জলে হীরের দ্যুতি নাচছে তা থৈ থৈ,
পদ্ম কুড়ি খিলখিলিয়ে হাসছে প্রাণ ভরে,
শারদীয়ার অর্ঘ্য হয়ে উঠবে মায়ের ক্রোড়ে।

শিশিরে ভেজা কাশবনে আজ আনন্দের হিল্লোল
ঢাকির সাথে নাচবে বলে আনন্দে উদ্বেল,
"মাআসছেন বছর প"'রে প্রাণে খুশির জোয়ার,
কাটবে যত দুঃখ সকল হাসবে সবাই আবার।

www.alapimon.com

শারদ প্রাতে

- রাখী চক্রবর্তী

মাগো, নীল আকাশের পেজা তুলোয়,
শরতের আকাশ সুসজ্জিত।
কাশফুল, শিউলি ফুলের গন্ধতে বাতাস মুখরিত।
মাগো, শারদ প্রাতে ধরণীর বুকে শঙ্খ বেজে ওঠে,
ভোরের মহালয়ায় বাজল"তোমার আলোর বেনুগান শুনে "
আমাদের মন আনন্দতে মেতে ওঠে,
তখন জীবন খাতার হিসেবে নিকেশ, ব্যথা বেদনা
সব চাপা পড়ে তোমার আগমনীর সুরে,
ঢাকে কাঠি পড়লেই এক হিমেল শীতল পরশ -
দোলা দিয়ে যায় আমাদের ভেতর বাহির অন্তরে,
মাগো, নিত্য দিনের অভাব, অনটন, হিংসা, বিবাদ সব ভুলে
আমরা যে করি তোমার মর্তে আসার বন্দনা।
মা, তোমার আসার প্রতীক্ষাতে থাকি সারা বছর,
তোমার আঁচলে যে বাঁধা আছে আমাদের সুখ, আশাভালবাসা-,
যে আশার প্রদীপ তোমার সন্তানরা জ্বালিয়ে রেখেছে..
তাকে নিভতে দিও না।
তুমি যে জগতজননী তুমি কাত্যায়নী,
তোমার আগমনে শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা
নব রূপে সাজে, দিকে দিকে বেজে ওঠে
আনন্দের শঙ্খধ্বনি।

www.alapimon.com

দিন বদলের দুগ্গা

- কাজল দাস

মা এবার নাকি দুগ্গা ঠাকুর হবে আমার মতো
ভাই- র সমান গনেশ আর লক্ষী বোনের মতো
অসুর হবে ছোটোখাটো সিংহ হবে মা পুঁচকে
গণেশের পেট চুপসানো, আর ইঁদুর যাবে কুঁচকে।

লক্ষী দেবী দোলনা চেপে- চুষবে চুষিকাঠি
কান্না কাটি জুড়ে দেবে দেখলে দুধের বাটি।
সাপটি হবে কেঁচোর মতো পেঁচার মতন টুনটুনি
বীনা ছেড়ে সরস্বতী, বাজাবে বসে ঝুনঝুনি।

কলা বৌ- এর চেহারা নাকি ঘাসের মতো হবে
পুরুত দাদু তাইনা দেখে আতশ আনতে যাবে।
কার্তিক নাকি হামাগুড়ি কাটবে বেদী- র 'পরে
ময়ূর খাবে নকুল দানা, মারবে পিঁপড়ে ধরে।

মহিষের পেট যদি গো মা হরিণের মতন হয়
মহিষাসুরের শরীর দেখে কেউ পাবেনা ভয়।
ছোট্ট করে পুজো মাগো ঠাকুরও তাই ছোটো
লড়ি টেম্পু ছেড়ে দুগ্গা- আসবে চড়ে টোটো।

সত্যি বলছি এমন পুজোদ্যাখ-'নি কখনই
তারচেয়ে ভালো আমিই যদি ছোট্ট দুগ্গা হই।

www.alapimon.com

আজও অনুপমা

- অমিতাভ সরকার

ইদানিং শরৎ, হেমন্ত ,শীত, ও বসন্ত কিছুই ভালো লাগেনা।
একখন্ড জমির প্রয়োজন।
গ্রীষ্মের দাবদাহে যে জমি কাঠ ফাটা রোদে ফেটে চৌচির হবে।
মধ্য দুপুরে ঘুঘু চড়ে বেড়াবে।
তেষ্টায় শুষ্ক ডালে বসে কাক, কা কা ডাকবে।-
আকাশ বাতাস থমকে থাকবে।
বক মাঠের মাঝে বসে উপর পানে চেয়ে থাকবে।

আমার এমন এক খন্ড জমি চাই;
যেখানে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই আছে।
যে লড়াই দরদর করে স্বেদ বিন্দু নামায়, শরীর তামাটে হয়।
মস্তিষ্কে অন্য কোন ভাবনা থাকে না।
যে লড়াই দেখে মেঘ হাসে। বর্ষা আসে। টাপুর টুপুর বৃষ্টি নৃত্য করে। জমি রোয়া হয়। শরতে নবীন ধানের শীষ দোল খায়।
দূর্বায় শিশির বিন্দু হীরক রূপ ধারণ করে।
হিমেল হাওয়ায় পাখিরা গান গায়।
হেমন্তের প্রকৃতি সাজে হেমন্তিনী রূপে।
আমি এমন এক খন্ড জমি চাই।
যে জমিতে শীত নামে সোহাগী মায়া নিয়ে, নলেন গুড়ের গন্ধ ছড়ায়। আমি চাই মায়াবী বসন্ত শুধু অনুপমার জন্য।
সেই বসন্তের খন্ডিত জমি হবে শুধু কাব্যময়।

www.alapimon.com

চন্দ্রমল্লিকা

– অঞ্জনা গোড়িয়া

মেয়েটা খুব ডাগর হয়েছে বটে,
এই তো সেদিন হাঁটু জামা পরে
দড়ি লাফাতো, ছুটে বেড়াত---
আজ কত বড়টি দেখো।

দুদিকে লম্বা চুলের বেনীর বাঁধন
পরনে লাল পাড় শাড়ি, স্কুলে চললো কাঁকন।
মা চিৎকার করে বলে, একটু সাবধানে
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস, বেশি দেরি করিস না।

হাসতে হাসতে মেয়ে বলে, "চিন্তা কর না মা।
আমি শীঘ্র ফিরে আসব।"
সন্ধ্যা হলো রাত বাড়লো, মা চিন্তায় দিশাহারা
দেখা গেল না মেয়ের, চিরুনি তল্লাশি সারা পাড়া।

হঠাৎ বাঁশগাছের আড়ালে একপাটি জুতো
ঠিক ঐ মেয়েটার মতো।
দেখা মিললো গভীর জলাশয়ে এক ডুবন্ত বডি।
লাল শাড়িটা ভাসছে। ঠিক যেন লাল পদ্ম প্রস্ফুটিত।

ভাঙা-সাইকেলটা আরো একটু দূরে--
ভোরের পাখিরা যায় উড়ে সুরে সুরে
ঝরে গেল অকালে একটা টাটকা চন্দ্রমল্লিকা।
পাড়ার ছটপটে দাপুটে মেয়েটা- চির নিদ্রায়।

www.alapimon.com

"ইচ্ছে ছিল"

- মৌমিতা কারক

ইচ্ছে ছিল তিতাস হবো,
আছড়ে পড়া ঝর্ণা হয়ে
তোর জীবনের বন্যা হবো,
কৃষ্ণচূড়ার রঙটি মেখে তোর কবরীর সোহাগ হবো
মন্দ কবির তৃষ্ণা হয়ে তোর জীবনের কাব্য হবো।

ইচ্ছে ছিল বৃষ্টি ভেজা সকাল হবো
আলগা ঘুমের সঙ্গী হয়ে
তোর দুচোখের কাজল হবো,
শরৎকালের শিশির হয়ে তোর চরণে জড়িয়ে রব
শাল পিয়ালের সঙ্গী হয়ে মন মহুয়ার নেশা হবো।

ইচ্ছে ছিল জ্যোৎস্না হবো
তারার চোখের জলটি হয়ে
তোর দু'গালের বন্ধু হবো,
প্রথম প্রেমের গোলাপ হবো
তোর দুকাঁধে মাথা রেখে মাতাল প্রেমের সাক্ষী হবো।

ইচ্ছে ছিল বসন্ত হবো
ফাগপলাশীর পলাশ- হয়ে
তোর জীবনে রঙ মাখাবো,
বন্য প্রেমের গন্ধ মেখে তোর দুঠোঁটে আঁকড়ে রব
তোর নুপুরের শব্দ হয়ে মন্দ বাসার গল্প হবো।

www.alapimon.com

ছবি

- জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য ত্রিবেদী

আজ আমি এক ঝড়ের ছবি আঁকি
প্রবল বাতাস দুর্দমনীয় প্রচন্ড উচ্ছাসে
গাছপালা আর কাঁচা ঘর বাড়ী
উড়ায় সে উল্লাসে….

তবে আজ আঁকি আকাশের ছবি
মনের মতোন করে
নীল অম্বরে সাদা কালো মেঘ
ভেসে যায় কার তরে….

নদীও আঁকতে পারি আমি যদি
হই এক ছোট কবি
জল রঙের ক্যানভাসে আঁকি
স্রোতস্বিনীর ছবি।

তারচেয়ে আজ আঁকি আমি এক
বটবৃক্ষের ছবি
যে মহাবৃক্ষ আশ্রয় দেয়
সবাকারে নিরবধি।

সব কিছু ছেড়ে আঁকতে বসেছি
নর এক সম্পূর্ণ
আজও দেখিনি পূর্ন মানুষ
ছবি তাই অসম্পূর্ণ।।

www.alapimon.com

জ্যামিতিক

- অমল দাস

সমস্ত দিন কলমের যে মিথ্যে প্রয়াস চলে
তাতে রচনার বেশি, যত-
কাগজ-মণ্ডের আভিজাত্য তৈরি হয়
ব্যাস-ব্যাসার্ধ-পরিধি বসিয়ে তত যদি
নিখুত জ্যামিতিক গোলক গঠিত হতো!
রঙ লাগালেই ভাবনার গ্রহ নক্ষত্র হতে পারতো!
হতে পারতো কোন কোলাহলহীন ভূবনবৃত্তিও পৃষ্ঠতল,
অথবা আলোকোজ্জ্বল আলোকবর্ষ দুরের কোন নক্ষত্র!
তেমনই হতে পারতো নিষ্পাপ শিশুর খেলার বল,
হতেই পারতো সুমিষ্ট সঞ্জীবনী ফল!

যে রঙে কোন রাজনৈতিক পছন্দ নেই
যে রঙে কোন ঐতিহাসিক গন্ধ নেই
যে রঙে কোন দীনানুপাতের প্রবন্ধ নেই
যে রঙে কোন মিথ্যে অজুহাতের সম্বন্ধ নেই
যে রঙে কোন মাইথোলজির নিবন্ধ নেই
যে রঙে 'আমার-ওরা' দ্বন্দ নেই
সে রঙেই চিত্রপট আঁকা হতো স্বপ্ন বর্ণিত।

যদি! নিখুঁত জ্যামিতিক গোলক গঠিত হতো!

www.alapimon.com

ছিন্নমূল

- রীণা চ্যাটার্জী

ছিন্নমূলের কথারা সব গল্প হয়
বইয়ের পাতায় শব্দগুলো বেজায় দায়,
সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের কথা বলে
অত্যাচার আর অত্যাচারীর মুখোশ খোলে।

চেহারা দেখে কলঙ্কের তিলক ঢেকে
আরশিগুলো মিথ্যে বলে ওদের 'ভেকে',
কালের গর্ভে বাস্তুসাপে ওদের বাস
যায় না ভোলা বেয়াদপীর বদঅভ্যাস।

ক্ষতগুলো অলীক সুখে জিইয়ে রাখে
ভাত জোটে না, ফ্যানের সুবাস ওদের ভাগে,
ছিন্নমূলদের স্বপ্ন দেখায় কত শত
দিনবদলের গল্প শোনায় নিজের মতো।

ডায়েট করা পাতের পাশে চুরির নথি
আব্রু দেওয়া, বে-আব্রুতেই বেজায় ক্ষতি
কলঙ্কিতের রক্তবীজে জন্ম ওদের
কুর্সিখানা দখল নেওয়াই স্বভাব যাদের।

শাস্ত্র শেখায়, আড়ালে থাকে যন্ত্রপাতি
ব্যথার তেলেই জ্বলে ওঠা বেড়ার বাতি।
ছিন্নমূলের জন্ম ওদের স্বার্থ খাঁজে
তবু, ইতিহাসের পট বদলের সুযোগ খোঁজে।

www.alapimon.com

Visit Our Web

www.alapimon.com